যৌন কর্মীদের জন্য কাউন্সেলিং এর প্রয়োজনীয়তা

ইশরাত জাহান বিথী
কাউন্সেলর
কেয়ার বাংলাদেশ

আমাদের সমাজে সবচেয়ে অবহেলিত যে মানুষগুলো রয়েছে তাদের মধ্যে যৌন কর্মীরা অন্যতম। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তারা লাঞ্চনার স্বীকার। সাধারণ মানুষজন তাদেরকে দেখে ঘৃন্য পশুর থেকেও খারাপ দৃষ্টিতে। কিন্তু কেউ একবারও ভাবে না তারা কেন এই পথে এসেছে। সমাজের লোকজনের সাথে সাথে যৌন কর্মীরা নিজেরাও তাদেরকে অনেক নিকৃষ্ট হিসেবে ভাবে। তারা জানেও না যে তাদের কিছু অধিকার রয়েছে। এক যৌন কর্মীর ভাষায়; "আমরা তো আগে জানতামই না যে আমরা মানুষ, আমাদের আবার কিসের অধিকার।"

আমরা যারা মন নিয়ে কাজ করে চলেছি তারা কি কখনও ভেবে দেখেছি এই যৌন কর্মীদের মন মানসিকতা নিয়ে? কেয়ার বাংলাদেশের প্রতিরোধ প্রকল্পে কাজ করার সুবাদে আমাকে বেশ কিছু যৌন কর্মীকে কাউন্সেলিং সার্ভিস দিতে হয়েছে। কিছু কেসের ভিত্তিতে যে তথ্যগুলি পেয়েছি সেগুলো দেওয়া হলো-

যৌন কর্মীরা কি ধরনের সমস্যায় পড়ে?

সাধারণত বাংলাদেশে দুই ধরনের যৌন কর্মী দেখা যায়। এক হচ্ছে ভাসমান যৌন কর্মী (Street based Sex Worker) এবং দ্বিতীয়তঃ ব্রথেলে থাকা যৌন কর্মী (Brothel based Sex Worker)। ভাসমান যৌন কর্মী বা ব্রথেলে থাকা যৌন কর্মী উভয়ই কোন ধরনের সাহায্য বা সহযোগিতা পায় না। তারা চিকিৎসা. আইন, বাসস্থান সবকিছুর সুবিধা থেকে বঞ্চিত। অর্থাৎ নাগরিক হিসেবে যা যা সুবিধা থাকা দরকার তার কোন কিছুই এরা পায় না। ডাক্তারের কাছে গেলে কিছু ডাক্তার যখনই শুনেন রোগী যৌনকর্মী তখনই আচরণ পরিবর্তন করে ফেলেন। আবার আইনজ্ঞদের কাছে গেলে কেউ কেউ অনেক গুরুত্ব দেয়, কেউ কেউ পাত্তাই দেয় না। শিক্ষার সুবিধা তারা পায় না। প্রতিটি ক্ষেত্রে তাদের শুনতে হয় গালিগালাজ। যারা তাদের ব্যবহার করছেন তারাও করছে গালিগালাজ। কখনও একজন কাজ করবে বলে তিনজন কাজ করে, কখনও বা দলগত ভাবে ধর্ষণ করে (Group rape)। অনেকে আবার কনডম ব্যবহার করতে চায় না, কখনও বা যত টাকা দিবে বলে এনেছিল কাজ শেষে তার অর্ধেকও দেয় না। কখনওবা অযথাই গালিগালাজ করে মারধোর করে টাকা ছিনিয়ে নেয়।

কেন তারা এই পেশায় এসেছে?

এত পেশা থাকতে কেন তারা এই পেশায় এসেছে এই প্রশ্নটি প্রায় প্রত্যেকেরই থাকে। তাদের সাথে কথা বলে দেখা গেছে বেশিরভাগ নারী এই পেশায় এসেছে প্রতারণার স্বীকার হয়ে। কারো হয়তো সংসারে অভাব ছিল তাই টাকা রোজগার করতে ঢাকায় এসে দালালের খপ্পরে পড়ে, কারো হয়তো প্রেম ছিল ঘর থেকে পালিয়ে গিয়েছে, কিছুদিন পর প্রেমিক তাকে দালালের কাছে বিক্রি করে দেয়। কেউ হয়তো চাকুরী নিয়েছেন গার্মেন্টেসে সেখানে উর্ধতন কর্মকর্তা তাকে দিনের পর দিন ধর্ষণ করে ফলে সে এই কাজটাকেই পেশা হিসেবে বেছে নেয় আবার কারো হয়তো জন্মই কোন যৌনকর্মীর ঘরে ফলে বড় হয়ে সে এই পেশার বাইরে যেতে পারে না। আবার কেউ হয়তো বাসা বাড়ীতে কাজ করে সেখানে গৃহকর্তা তাকে ব্যবহার করে ফলে সে নিজ ইচ্ছায় এই পেশায় ঢুকে পড়ে।

কেন এই পেশা ছেড়ে যাচ্ছে না?

এই পেশা ছেড়ে কেন যাচ্ছে না তা খতিয়ে দেখা গেছে যে যারা এই পেশার সাথে জড়িত তারা মনে করে যদি সেলাই বা গৃহকর্মের কাজ নেয় সেখানে যে টাকা তারা পায় তার থেকে দুইগুন বা তিনগুন টাকা পায় যদি এই পেশায় থাকে তাহলে। আবার কেউ কেউ আছে তারা দালালের নিয়ন্ত্রণ থেকে বের হয়ে আসতে পারে না। একবার হয় পালিয়ে গিয়েছিল কিন্তু ধরা পড়ে যাবার কারণে আরও কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হচ্ছে তাকে। কারো কারো ক্ষেত্রে যৌন কাজে একটা নেশার মত হয়ে গেছে যা না করলে তার ভালো লাগে না।

যৌনকর্মীদের কি জন্য কাউন্সেলিং প্রয়োজন?

যৌন কর্মীদের সাথে কথা বলে দেখা গেছে তাদের বেশির ভাগই নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে এই পেশায় রয়েছে। এবং তাদের সকলেরই প্রথম যৌন ক্রিয়াটা ছিল খুবই ভয়ঙ্কর এবং বেদনা দায়ক যা তাদের মনের মধ্যে একটা ট্রমা (Trauma) তৈরী করে রেখেছে। তাদের এই ট্রমার কারণে তাদের আচরণে ব্যাপক পরিবর্তন হয়েছে। এছাড়া এই পেশাটা যেহেতু সমাজ স্বীকৃত নয়, কেউ ভালো চোখে দেখে না এবং ধর্মেও নিষিদ্ধ, সেহেতু এরা প্রতিনিয়ত মনের মধ্যে একটা চাপা মানসিক কষ্টে ভুগতে থাকে। এরা অযথাই রেগে যায়, চিৎকার করে, মারামারি করে, গালিগালাজ করে, উগ্র সাজগোজ করে, এমন কাপড় পরে বা এমন ভাবে কাপড় পরে যাতে সারা শরীর বের হয়ে থাকে। ওদের মাথায় সারাক্ষণই নেতিবাচক চিন্তা কাজ করে। তারা মনে করে ওরা খুব খারাপ, ওদের দ্বারা অন্য কোন কাজ হবে না, আত্মবিশ্বাস খুবই কম, অনেকের মধ্যে আত্মহত্যা করার প্রবনতা, নেশা করার প্রবনতা, ঘুমের সমস্যা, এই পেশায় থাকার কারণে অনেকে ঘুমালেই ভয়ঙ্কর স্বপ্ন দেখে, অনেকেরই পরিবার যেহেতু জানে না সে এই পেশায় আছে ফলে ধরা পরার একটা ভয় বা আতঙ্ক সব সময় কাজ করে। অর্থাৎ প্রতিনিয়ত তাদের মধ্যে মানসিক সমস্যাগুলি ঘুরপাক খেতে থাকে। তাদের মানসিক শক্তি বাড়ানোর জন্য এবং তাদের আচার আচরণে পরিবর্তনের জন্য কাউন্সেলিং করানোটা অত্যন্ত জরুরী। কাজ করতে গিয়ে দেখা গেছে এরা প্রতিনিয়ত ভেঙ্গে পড়ে। অন্যের নিয়ন্ত্রণে থাকতে থাকতে তারা তাদের নিজস্বতা হারিয়ে ফেলেছেন। ফলে আত্মবিশ্বাসের

জায়গাটায় প্রচুর কাজ করতে হয়। তাদের সাথে দলগত কাউন্সেলিং যেমন জরুরী সাথে সাথে ব্যক্তিগত কাউন্সেলিংও অত্যন্ত জরুরী।

কাউন্সেলিং কিভাবে কাজ করে?

কাউন্সেলিং এর মাধ্যমে চেষ্টা করা হয় ব্যক্তির একদম মনের গভীরে ঢুকে গিয়ে তার আবেগের বহিঃপ্রকাশ ঘটানোর এবং তার চিন্তা শক্তির বৃদ্ধি ঘটানো। যৌন কর্মীরা যেহেতু একটু সংবেদনশীল সেহেতু এদের ক্ষেত্রে সপ্তাহে দুইদিন কাউন্সেলিং করা গেলে সবচেয়ে ভালো। তাছাড়া যৌন কর্মীরা যে পরিবেশে থাকে সে পরিবেশটাও তাদের জন্য উপযুক্ত নয়। এক্ষেত্রে কাউন্সেলর অবশ্যই তার পরিবেশ পরিস্থিতি নিয়ে কথা বলবেন। যৌন কর্মীরা ভাবতেই পারে না তাদেরকে কেউ সাহায্য করতে পারে বা তাদেরও কোন সহযোগিতা প্রয়োজন আছে। এক্ষেত্রে কাউন্সেলর অনেক ধৈর্য সহকারে তাদের সাথে কাজ করবেন। সর্বোপরি যৌনকর্মীদের সাথে কাজ করা অন্য যেকোন সমস্যাগ্রস্থ ব্যক্তিদের থেকে আলাদা। এরা খুব সহজেই রেগে যায়, ধৈর্য ধরে বসে থাকে না, ব্যবহার খারাপ করে। ফলে যেকোন কাউন্সেলরের জন্য এই ফিল্ড খুবই চ্যালেঞ্জিং। তবে আশার বিষয় এই যে কাজ করতে গিয়ে দেখা গেছে তাদেরও রয়েছে সুন্দর একটি মন এবং সুন্দরভাকে বেঁচে থাকার অদম্য আশা। কাউন্সেলিং করে তাদের মধ্যে অনেকখানি পরিবর্তন আনা যায়। তবে নির্ভর করে যাকে কাউন্সেলিং করছেন সে আসলেই পরিবর্তন হতে চায় কিনা।

পরিশেষে বলতে হয় মানুষ কখনও জন্ম থেকেই নেতিবাচক চিন্তা ভাবনায় থাকে না বরং পরিবেশ পরিস্থিতি তাকে নেতিবাচক করে ফেলে। অন্য মানুষদের চেয়ে আমাদেরকে বেশি ভাবতে হবে যৌন কর্মীদেরকে নিয়ে। ওদেরও যে সুন্দর একটি মন আছে, আছে সুন্দরভাবে বেঁচে থাকার আশা, সুন্দর ভবিষ্যৎ গড়ার ইচ্ছা সে ব্যপারে মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে যারা কাজ করেন তারা এগিয়ে আসবেন এটাই প্রত্যাশা।

> "On this day we must remember not only those people with mental health problems, but remind ourselves that WE are those people, OUR FAMILIES are those people. Mental health problems are not just other people's concerns but OUR concerns. We must also remind ourselves that mental health problems are bad enough in themselves but are worsened or helped by Society's attitudes. Let Society help; let not Society hinder."
>
> Dr. Graham Powell